গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম
ফোন নং-৬৩৬০৫১, ৬২৬২০৪, ৬২৬৬০৩, ফ্যাক্স : ৬১৯৪৬৮।
ই-মেইল : principal@gccc.edu.bd, info@gccc.edu.bd, principal_citycollege_ctg@yahoo.com
ওয়েব সাইট : www.gccc.edu.bd.

বিজ্ঞপ্তি
(সংশোধিত)

তারিখ: ১৬/০৩/২০২১।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষে প্রতিযোগিতা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২১ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

১. রচনা প্রতিযোগিতা :

বিষয়		রচনা জমাদানের শেষ সময়	স্থান
স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনালগ্নে চট্টগ্রামের ভূমিকা	একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি	২৩/০৩/২০২১ তারিখ দুপুর ০১:০০ টা	কলেজ তথ্য কেন্দ্র
২৬ মার্চ : রক্তে লেখা গৌরবগাঁথা	স্নাতক-স্নাতকোত্তর শ্রেণি		

২. দেশাত্মবোধক গান প্রতিযোগিতা :

প্রতিযোগিতার সময়	ZOOM ID & Passcode
২১/০৩/২০২১ তারিখ সকাল ১০:০০টা থেকে সকাল ১১:৩০টা	ZOOM ID : 9680236614 Passcode : 8jjXd5

৩. শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা :

প্রতিযোগিতার সময়	ZOOM ID & Passcode
২১/০৩/২০২১ তারিখ সকাল ১১:৩০টা থেকে দুপুর ০১:০০টা	ZOOM ID : 9680236614 Passcode : 8jjXd5

৪. 'একাত্তরের চিঠি পাঠ' প্রতিযোগিতা: (মায়ের কাছে লেখা মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুর রউফ ববিন এর লেখা চিঠি)

প্রতিযোগিতার সময়	ZOOM ID & Passcode
২২/০৩/২০২১ তারিখ সকাল ১০:০০টা থেকে সকাল ১১:৩০টা	ZOOM ID : 6872768830 Passcode : 12345

৫. আবৃত্তি প্রতিযোগিতা: ("এখন যুদ্ধ আমার"-হাসান হাফিজুর রহমান)

প্রতিযোগিতার সময়	ZOOM ID & Passcode
২২/০৩/২০২১ তারিখ সকাল ১১:৩০টা থেকে দুপুর ০১:০০টা	ZOOM ID : 6872768830 Passcode : 12345

১৬/০৩/২০২১
(প্রফেসর ড. সুদীপা দত্ত)
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।

১৬.০৩.২০২১
(উৎপল চন্দ্র শীল)
আহ্বায়ক
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন কমিটি
সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।

এখন যুদ্ধ আমার
ইসান হাফিজুর রহমান

আমার যুদ্ধ এখন প্রেমের চেয়েও
পরাক্রান্ত একটি নাম।
প্রেমে হৃৎপিণ্ডের মূল রক্তস্রোত ধরা দেয়।

আর এখন যুদ্ধে সমগ্র শিরাবাহী রক্তনদীর
অলিগলি জানি
সমস্ত দেহে প্রাণবায়ুর আনাগোনা কথা কয়।

এখন যুদ্ধ আমার
আজন্ম সেধে ফেরা জীবনের ভোর,
হানাদার বুটের পেরেক থেকে
মাটি-মা'র ব্যথিত বুক খুলে নেয়া।
এখন যুদ্ধ আমার
নিরন্তর পলায়ন থেকে চিরকালের ঘরে ফেরা।
এখন যুদ্ধ মানে
প্রিয়তমা তোমাকে মহামূল্য মণির মতো
নিঃশঙ্কে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখার অবলীলা ফিরে পাওয়া,
সজল পথের বুকে
আপন নৌকের মুখ খুলে দেয়া
জমকালো বাংলার পতাকার পতপত উল্লাসের সহবাসে।

এখন যুদ্ধ মানে
আমরাও বহুবর্ণ প্রজাপতি হয়ে যাবো।
বাতাস রৌদ্রের ঝিলমিল সাঁতারে
বিহারের স্বাধীনতা, চোখের জলের
নুনমাখা অন্নগ্রাস চিরতরে ভুলে যাওয়া।

জন্ম কি পাপ, জন্ম কি শিরদাঁড়া
নুয়ে থাকা আজীবন হেঁটে যাওয়া
বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার? বরং এখন আমার যুদ্ধ
মানেই অনাদি অতীত সঞ্চিত অপমান
নিদাগ ধুয়ে ফেলা, নিস্পাপ মুছে ফেলা।

এখন যুদ্ধ আমার
তোমাকে সবচেয়ে আপন করে পাওয়া
সব সর্বনাম ভুলে গিয়ে একটি নামের হাওয়ায় দোলা,
বাংলার মুখে সব মুখ মিশে যাওয়া।
এখন যুদ্ধ মানেই মূর্তিমান পাপ
নিধনের ডগমগ মৌসুম, শান্তির হাওয়া
অক্ষয় শোধনের সর্বজনীন পালা।

১৬.৭.১৯৭১

মা,

মুক্তিসেনাদের ক্যাম্প থেকে লিখছি। এখন বাইরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সমস্ত দিগন্ত মেঘলা মেঘলা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে কিনা, তাই মনটা ভালো না। আচ্ছা মা, সারা রাত এমনি চলার পর পূর্বাকাশে যে লাল সূর্য ওঠে, তার কাঁচা আলো খুব উজ্জ্বল হয়, তাই না? এই মুহূর্তে আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। বর্ষা এলে তুমি বাইরে যেতে দিতে না, একদিন তোমার অজান্তে বাইরে আসতেই পিছলে পড়ে পায়ে চোট লাগে। তখন তুমি চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলে। ওষুধ দিয়ে ভর্তি হয়েছিল টেবিলটা, আমার বেশ মনে আছে। তখন থেকে একা বাইরে যেতে সাহস পেতাম না, ভয় লাগত। বাইরে গেলেই পড়ে যাব। কিন্তু আজ! আজ আমার অনেক সাহস হয়েছে, রাইফেল ধরতে শিখেছি। বাংকারে রাতের পর রাত কাটাতে হচ্ছে তবুও ভয় পাই না। শত্রুর আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণে শিরায়-উপশিরায় রক্তের চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। মা, সত্যিই তোমাকে বোঝাতে পারব না। ছোটবেলার কথা মনে পড়লে কেমন যেন লাগে। কিন্তু আমার একি আশ্চর্য পরিবর্তন, কারণ আমি আমার স্বদেশ, আমার বাংলাকে ভালোবাসি।

মা, কৈশোরে একদিন আব্বা আমাকে সৈয়দপুরে নিয়ে গিয়েছিল, স্পেশাল ট্রেন দেখাতে। সেখান থেকে আমি হারিয়ে যাই। তখন একলা একলা অনেকক্ষণ ঘুরেছিলাম। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ঘনঘটা নেমে আসছিল, আমার কেমন যেন কান্না পাচ্ছিল। মনে হয়েছিল আমি হারিয়ে গেছি। তখন মনে হয়েছিল আর কোনো দিনই হয়তো তোমার কাছে ফিরে যেতে পারব না। তখন কাঁদতে কাঁদতে স্টেশনের দিকে আসতে শুরু করেছিলাম। রাস্তায় হাজারী বেলপুকুরের হাই-ই আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। দেখি, সেখানে কিছুক্ষণ পরে আব্বা গেলেন। পরের দিন এসে সমস্ত কথা শুনতে না শুনতেই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তুমি কাঁদছিলে। অথচ সেদিন তুমি তো কাঁদলে না মা! আমি রণাঙ্গনে চলে এলাম। গুলি, শেল, মর্টার নিয়ে আমার জীবন। ইয়াহিয়ার জঘন্যতম অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য দুর্জয় শপথ নিলাম। এখন বাংকারে বাংকারে বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়। কখনোবা রাতের অন্ধকারে শত্রুর ঘাঁটির ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাই। এ যুদ্ধ ন্যায়ের যুদ্ধ। মা, আমাদের জয় হবেই হবে।

মাগো, সেদিনের সন্ধ্যাটাকে আমার বেশ মনে পড়ছে। আজকের মতো মেঘলা মেঘলা আকাশ সেদিন ছিল না। সমস্ত আকাশটা তারায় ভর্তি ছিল। তুমি রান্নাঘরে বসে তরকারি কুটছিলে।

আমি তোমাকে বললাম—মা, আমি চলে যাচ্ছি। তুমি মুখের দিকে তাকালে। আমি বলেছিলাম, 'মা, আমি মুক্তিবাহিনীতে চলে যাচ্ছি।' উনুনের আলোতে তোমার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তোমার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তুমি দাঁড়িয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তাকালে। আমার ঘরের পেছনে বেলগাছটার কিছু পাতা বাতাসে দোল খেয়ে আবার স্থির হয়ে গেল। মা, সেদিন সন্ধ্যাতেই তুমি আমাকে হাসিমুখে বিদায় দিয়েছিলে। মা, মনে হচ্ছে কত যুগ পেরিয়ে গেছে, এক একটি দিন ইতিহাসের পাতার মতো রয়ে গেছে। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা অন্যায়ের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু মা, দিনান্তের ক্লান্তিতে নিত্যকার মতো সেই সন্ধ্যাটা আবার আসবে তো?

ইতি

তোমার স্নেহের

ববিন

চিঠি লেখক : মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুর রউফ ববিন (সেক্টর ৬, কোম্পানি সি, গ্রুপ এফএফ, বডি নং ৩/৩৬)।

চিঠি প্রাপক : মা মোছা. রফিয়া খাতুন।